RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ২৪, কোচবিহার, শুক্রবার, ২ ডিসেম্বর - ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 24, Cooch Behar, Friday, 2 December-15 December, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

ঐতিহ্যবাহী বানেশ্বরের শিব দিঘিতে মড়ক, ২০ দিনে মৃত পাঁচটি মোহন

কোচবিহার: কোচবিহারেরে ঐতিহ্যবাহী বানেশ্বরের শিব দিঘিতে মড়ক লেগেছে। কছুদিন ধরেই এই দিঘির বেশ কিছু কচ্ছপ/মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। ১৪ নভেম্বর দিঘিতে আরও একটি কচ্ছপ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য কচ্ছপটিকে কোচবিহারের দেবীবাড়ি এলাকার বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়াও ঐ দিন আরও তিন-চারটি কচ্ছপকে ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। মোহন নিয়ে কাজ করা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও বাসিন্দারা। এরই মধ্যে ১৫ নভেম্বর একটি কচ্ছপ মরে ভেসে ওঠে শিব দিঘিতে।

১৮ নভেম্বর শিব দিঘিতে ফের নতুন করে আরও সাতটি কচ্ছপ অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পাওয়া যায়। তাদের উদ্ধার করে কোচবিহারে পাঠানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই কচ্ছপগুলি আবার সুস্থ হয়ে বাণেশ্বরের শিব দিঘিতে ফিরে আসবে কিনা তা নিয়ে প্রমাদ গুনছেন বাণেশ্বরের মোহন রক্ষা কমিটি। কমিটির তরফ থেকে জানানো হয় এর আগে যে কটি অসুস্থ কচ্ছপকে চিকিৎসার জন্য কোচবিহারে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে কোন কচ্ছপই আর শিব দিঘিতে ফিরে আসেনি।

বাণেশ্বরের মোহন রক্ষা কমিটির অভিযোগ দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড ও প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় শিব দিঘিতে মাঝে মধ্যেই অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে কচ্ছপ। কমিটি সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী গত ২০ দিনে শিব দিঘির জলে অসুস্থ হয়ে পাঁচটি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে এবং একাধিক কচ্ছপ তথা মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মণ বলেন, প্রশাসনের চরম উদাসনতার কারণেই শিব দিঘিতে মোহনে মড়ক লেগেছে। যার ফলে একের পর এক মোহন অসুস্থ হয়ে পড়ছে ও মারা যাচ্ছে। তিনি বলেন, বাণেশ্বরের মোহন কোচবিহারের ঐতিহ্য। অথচ সেই মোহনের প্রতিই চরম উদাসীন প্রশাসন।

এদিকে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ১৬নভেম্বর প্রশাসনিক কর্তারা বাণেশ্বরে ছুটে যান। এরপর সেদিন থেকেই প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশে শিব দিঘির জল ছাঁকার কাজ শুরু হয়। এতে ৩৭টি কচ্ছপ ধরা পড়ে। এর মধ্যে সাতটি কচ্ছপ অসুস্থ ছিল। অসুস্থ কচ্ছপ গুলিকে বন দপ্তরের মাধ্যমে কোচবিহারে পাঠানো হয়। বাকি কচ্ছপগুলিকে ফের দিঘির জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, কোচবিহারে কোন সরীসৃপ বিশেষজ্ঞ নেই। ফলে এই অসুস্থ কচ্ছপ গুলির চিকিৎসা কি ভাবে হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এর আগে চিকিৎসার জন্য যতগুলি কচ্ছপকে কোচবিহারে পাঠানো হয়েছে তার একটিও জীবিত অবস্থায় বাণেশ্বরে ফিরে আসেনি। ফলে এই সাতটি কচ্ছপও সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

গবাদিপশুদের মধ্যে ল্যাম্পি ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে, আক্রান্ত একাধিক গরু

মাটিগাড়া: গবাদিপশুদের মধ্যে ল্যাম্পি ভাইরাসের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। মাটীগাড়া ও সংলগ্ন এলাকায় ইতিমধ্যে একাধিক গরু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগের বাহক হল মশা ও মাছি। পোষা গরু গুলিকে ইতিমধ্যে কোয়ারান্টিন করার কাজ চলছে। তবে সংক্রমণের জেরে সমস্যা দেখা দিয়েছে রাস্তার বেওয়ারিশ গরু গুলিকে নিয়ে।

চম্পাসারি এলাকার বাসিন্দা শ্রীমন্ত ওরাওঁ জানিয়েছেন, সপ্তাহখানেক আগে তাঁর গোশালায় একটি গরু পক্সে আক্রান্ত হয়। ঠিক একই দিনে আরেকটি গরু আক্রান্ত হলে দুটো গরুকেই বাকিদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ২২ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শাল বাগানে একটি গরু পড়েছিল যার সারা গায়ে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তারের পরামর্শ মেনে স্থানীয় বাসিন্দারাই গরুটিকে অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়েছেন।

পশু চিকিৎসক চন্দন সাহা বলেন, সাধারণত শুষ্ক মরশুমে মশা, মাছি বাহিত রোগ হয় গোরু, ষাঁড় ও মোষদের তাই সবসময় গোয়াল পরিষ্কার রাখতে হয়। এই সময় গবাদি পশুদের দিনে দুইবার স্নান করানো অত্যন্ত জরুরী। তিনি আরও বলেন, ভাইরাসে আক্রান্ত হলে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াতে হবে। এছাড়া চামড়ায় ক্ষত হলে বা নাক-মুখ দিয়ে লালা ঝরলে সেই পশুকে বাকীদের থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।

এদিকে সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন মাটীগাড়া বল্ক প্রাণীসম্পদ বিকাশ আধিকারিক (বিএলডিও)ডাঃ বাপন আরাসাও।সেই সঙ্গে এই রোগ মোকাবিলায় পরিকাঠামোর সমস্যার কথাও জানিয়েছেন তিনি। বাপন বাবু বলেন, পরিকাঠামোর অভাবে আমরা কিছুই করতে পারছিনা। তবে এর মধ্যেও আমরা প্রতিটি মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করছি।

দুদিনের আর্ন্তজাতিক সেমিনার বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে

পার্থ নিয়োগী: গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বর কোচবিহারের বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল 'নব ভারত গঠনে মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও ডঃ বিআর আম্বেদকরের ভূমিকা' শীর্ষক দুদিনের আর্ন্তজাতিক সেমিনার। বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয় ও তিতাস চ্যারিটেবেল ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সেমিনার করতে সহযোগিতা করেছে জলপাইগুড়ি এসি কলেজ কতৃপক্ষ ও জটেশ্বর লীলাবতী মহাবিদ্যালয়। সেমিনার শুরুর আগে পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিশিষ্ট পঞ্চানন গবেষক গিরীন্দ্রনাথ বর্মন এবং বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায়। এরপর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অসাধারন বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে সেমিনার কক্ষে নিয়ে আসেন। এরপর প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে সেমিনারের শুভ সূচনা করেন মনীষী পঞ্চানন বর্মার নাতি সুরজিৎ বর্মা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। স্বাগত ভাষনে সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ নরেন্দ্রনাথ রায় সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সেমিনারের বিষয় তুলে ধরে আধুনিক ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অবদানের সাথে পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিতাস চ্যারিটেবেল ট্রাস্টের কর্ণধার কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন সামাজিক কাজ করার পাশাপাশি কেন এই ধরনের সেমিনারের আয়োজন করতে এগিয়ে এসেছে তা তুলে ধরেন। দুইদিনের এই সেমিনারে উপস্থিত অতিথিরা তাদের কথায় মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও আম্বেদকরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে সমৃদ্ধ করে তোলেন এই সেমিনার কে। অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিখিলেশ রায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্যা,আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শৈলেন দেবনাথ, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাধব চন্দ্র অধিকারী, দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর লিংগুয়েস্টিক এর অধ্যাপক হরিমাধব রায় প্রমুখ। বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন সেখানকার প্রাক্তন রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক তথা সাহিত্যিক মুকুল রায় এবং মসিয়ুর রহমান কলেজের অধ্যাপক মৃণাল কান্তি রায়। নেপাল থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক পূর্ণলাল তাজপুরিয়া। বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের মত নবীন এই কলেজে এমন সফল একটি আর্ন্তজাতিক সেমিনার কোচবিহারের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নজির সৃষ্টি করল।

তেরো বছরের পুরানো মামলায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

আলিপুরদুয়ার: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে এবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল আলিপুরদুয়ারের আদালত। প্রায় ১৩ বছরের পুরানো দুটি চুরির মামলায় আলিপুরদুয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থার্ড কোর্টের বিচারক তথা ফার্স্ট কোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারক নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তবে এব্যাপারে নিশীথের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আদালতের সরকারি আইনজীবী প্রশান্ত নারায়ণ মজুমদার বলেন, নিশীথ প্রামাণিক সহ আরও অনেকের নামে ২০০৯ সালে দুটি চুরির মামলা দায়ের করা হয়। সেইসময় ঐ কেসগুলো বারাসত আদালতে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফের মামলাটি আলিপুরদুয়ার কোর্টে ট্রায়ালের জন্য আসে। উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর নিশীথের জন্য তাঁর আইনজীবী আদালতে অ্যাবসেন্ট পিটিশন দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে মুভ না করায় বিচারক দুটি কেসেই নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্ট ইস্যু করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৯ সালে আলিপুরদুয়ার থানার অধীন লিচুতলা বাদল নগরে একটি সোনার দোকানে চুরি হয়। সেই বছরেই ২মে ঐ চুরি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর আলিপুরদুয়ার থানার বীড়পাড়া চৌপথি এলাকায় আরেকটি সোনার দোকানে চুরি হয়। সে ব্যাপারেও ২০০৯ সালের ১৩ মে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। দুটি মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ চোরাই মাল উদ্ধার করলে তাতে নাম জড়ায় নিশীথের। সেইসময় অবশ্য তাঁর

রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গ্রাফ এতটা ওপরে ওঠেনি। উল্লেখ্য, গত ১১ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ফার্স্ট কোর্টে বিচারকের এজলাসে শুনানি থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। এমনকি আসেননি তাঁর পক্ষের আইনজীবীও। তখনই নিশীথের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারক।

নিশীথের আইনজীবী দুলাল ঘোষ বলেন, এই মামলাটি জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ফার্স্ট কোর্টে পেনডিং রয়েছে। আর ঐ মামলায় নির্দেশ দিয়েছেন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থার্ড কোর্টের বিচারক।তিনি বলেন, আদালতের কিছু বলতে পারবনা। তবে এব্যাপারে আমরা আদালতে সাওয়াল করব।

রাসমেলায় ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির স্টল

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় জমজমাট ভীড়ের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে কোচবিহারের ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির স্টলটি।

জেলা প্রশাসন (মাননীয় ডিএম-পবন কাদিয়ান মহাশয়, এ ডি এম-সিরাজ দ্যানেস্বর মহাশয়, এসডিও রফিকুল ইসলাম মহাশয়, এলডিএম (সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) প্রবীর কুমার গাঙ্গুলী মহাশয় এর তৎপরতায় এবং নাবার্ড-ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার শ্রী লক্ষণ চন্দ্র সরকার মহাশয় এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আর্থিক সহায়তায় রাসমেলার প্রাণকেন্দ্র স্টেডিয়াম মাঠের উত্তর প্রান্তে একটি সুবিশাল স্টলে কোচবিহার জেলারই বিভিন্ন ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের পসরা নিয়ে বসেছেন।

আগন্তুক মেলা পিপাসু জনগণের আগ্রহ, আকর্ষণ ও অনুসন্ধিৎসা দেখে আয়োজনকারীরা সকলেই অভিভূত।

আয়োজনকারীর পক্ষে মূল উদ্যোক্তা বসুন্ধরা সংগঠনের সম্পাদক শ্রী বাসুদেব সূত্রধর মহাশয় বলেন, "আমরা কৃতজ্ঞ জেলা প্রশাসন এবং নাবার্ড এর কাছে যে, তাঁরা আমাদের উৎপাদনমুখী কাজকে শুধুমাত্র ত্বরান্বিত করলেন তাই নয়, সুযোগ করে দিলেন ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানিগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ। আগত

জনগণ, কৃষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দিদি এবং এই জেলার (৭০) সত্তরেরও বেশি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানিগুলি উপকৃত হবেন এই বিপণনের সুযোগ সম্ভারে। ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানিগুলির প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি সুন্দর মোড়ক-প্যাকেজিং এবং ব্র্যান্ডিং করে উপস্থাপিত, যাহা দ্রব্যগুলোতে ভ্যালু অডিশন হয়েছে। এছাড়াও এই প্রথমবার এধরনের উদ্যোগে আগত পরিদর্শনকারীদের আমরা সচেতন করে তুলতে পারলাম যে ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি কি ও কেন তৈরী হয়েছে, কি ই বা এই কোম্পানিগুলোর মূল কাজ এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই কোম্পানিগুলোর ভূমিকা ও গুরুত্ব কতটা প্রাসঙ্গিক।"

জেলার শুটিং ক্যাম্প এলাকার একটি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি এই স্টলে জৈব সার, কেঁচো সার উপস্থাপন করেছেন।

তাঁদের রয়েছে নিজস্ব কেঁচো সার এবং নাডেপ কম্পোস্ট তৈরির বৃহৎ আকারের কারখানা। পানিশালা ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি বিপণনের জন্য সাজিয়েছেন দুগ্ধজাত দ্রব্য, জ্যাম, জেলি, আচার এবং মাশরুম ও মাশরুম প্রসেসিং দ্রব্য।

কোচবিহার ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির তৈরী হলুদগুঁড়ো, চালেরগুঁড়ো, ভোগচাল, গোখাদ্য, সুপারি খোলের তৈরী প্লেট, বাটি, থালা, কাঠ ও বাঁশের তৈরী দ্রব্য সামগ্রী ছোট ও বড় কাঠের তৈরী রাসচক্র। অবিকল সেই রাসচক্র যাহা ঘুরিয়ে রাসযাত্রা শুরু হয়।

বসুন্ধরা সংস্থার সেক্রেটারি আরও বলেন, "এবছর এযাবৎ আমাদের উপস্থাপিত দ্রব্যের চাহিদা ভালো। আমরা আশা করছি প্রথমবারের মেলায় আমাদের বিক্রয় মোটামুটি লক্ষ টাকা পেরিয়ে যাবে। আমাদের লক্ষ থাকলো আগামী বছর একেবারে শুরু থেকে আমরা আরও বৃহৎ আকারে এই ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় সরকারি সহায়ক স্টলে আমাদের উৎপাদিত পণ্য উপস্থাপন করতে পারবো।"

সুফলের ভেষজ চারা বিতরণ বোচামারীতে

পার্থ নিয়োগী: তুফানগঞ্জের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম বোচামারী। সেখানকার রাভা পাড়াতে সম্প্রতি ভেষজ উদ্ভিদ চারা বিতরন কর্মসূচীর আয়োজন করে স্টেপ আপ ফাউন্ডেশন ফর অল (সুফল) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। প্রায় ১৫০ রকমের ভেষজ চারা বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সুফলের সদস্যদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা রমা দাস। সুফলের প্রধান উদ্দেশ্য আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামটিকে ভেষজ গ্রামে পরিনত করা। এই প্রসঙ্গে সুফলের চেয়ারম্যান মিঠুন সাহা বলেন ' এই উদ্যোগের ফলে নিরোগ সমাজ ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে'। ইতিমধ্যেই সুফলের এই উদ্যোগ স্থানীয় আদিবাসী সমাজের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সুফলের এহেন উদ্যোগ আগামীতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হবে বলে সংস্থার তরফে জানা গেছে।

জেলার প্রায় ৫০টি স্বনির্ভর নিজে হাতে তৈরী বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে রাসমেলায়

দেবাশীষ চক্রবর্তী: কোচবিহারের সুবিখ্যাত ২১০ তম রাসমেলা উপলক্ষ্যে জেলার প্রায় ৫০ টি স্বনির্ভর দলের সদস্যাগণ তাঁদের নিজে হাতে তৈরী বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে মেলার প্রাণকেন্দ্র স্টেডিয়াম মাঠের বরাদ্দকৃত সরকারি ষ্টল গুলি সাজিয়েছেন। এব্যাপারে জেলা গ্রামোন্নয়ন সেলের অধিকর্তা শ্রী খালেদ কাইজার মহাশয় ঐকান্তিক উৎসাহে প্রতিনিয়ত উপস্থিত থেকে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

তিনি বলেন বিগত দুবছরে কোভিড-এর জন্য ব্যবসা সেই অর্থে লাভজনক হয়নি। কিন্তু এবছরের বহুল পরিমানে ক্রেডিট লিংকেজ এই স্বনির্ভর দলগুলির হাতে পর্যাপ্ত পরিমানে কাঁচামাল ক্রয়ের মূলধন সরবরাহ হয়েছে। যাহা এই মেলার জন্য স্বনির্ভর দলের দিদিরা কাজে লাগাতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন। আনন্দধারা নামে একটি স্টলে দিদিদের হাতের তৈরী সুস্বাদু খাবার যেমন রকমারি চপ, পকোড়া, চাউমিন, মোগলাই, ফ্রায়েডরাইস, বিরিয়ানির আস্বাদ গ্রহণে ক্রেতারা ভিড় বাড়াচ্ছেন । অপর স্টলটিতে দিদিদের নিজ-হস্তে তৈরী হস্তশিল্পের প্রদর্শনী যেমন বাঁশ, বেত, পাট, কাঠ এবং রুডিমেড পোশাক রয়েছে। সাথে রয়েছে শুকনো খাবারের যেমন মাসকলাই ডাল, তিলের নাড়ু, চালের গুঁড়ো, ডালের বড়ি ইত্যাদি।

জেলা গ্রামোন্নয়ন সেলের জীবিকা উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতি মিঠু বণিক জানান, গত দশদিনে প্রায় ৪ (আট) লক্ষ টাকার আমদানি হয়েছে। এখনো আরও একসপ্তাহ বাকি। বিপণনের কথা মাথায় রেখে দিদিদের প্রফেশানাল করে তুলতে ক্রমাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে এগিয়ে চলছেন।

আনন্দধারা প্রকল্পের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় স্বনির্ভর দলের দিদিরা সাফল্যের সত্যে জীবিকা উন্নয়নে আর্থিক সফলতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন।

রাসমেলায় অতিথিদের জন্য হোমস্টের অনুমতি দেবে কোচবিহার পুরসভা

কোচবিহার: রাসমেলায় ঘুরতে গিয়ে থাকার জায়গা নিয়ে আর এখন চিন্তা করতে হবেনা। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় অতিথিদের রাখার জন্য এবার শহরের বাড়িতে বাড়িতে হোমস্টে করার অনুমতি দেবে কোচবিহার পুরসভা। তবে এই অনুমতি শুধুমাত্র রাসমেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। পুজো সহ সারা বছর যে কোন উৎসবের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে। বাড়ির মালিকরা পুরসভার অনুমতি নিয়ে এই হোমস্টে করতে পারবেন।

প্রথা মেনে ২২নভেম্বর কোচবিহার রাসমেলার মাঠে পুরসভার শিবিরে বোর্ডমিটিং হয়। পরে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সংবাদ মাধ্যমকে এই খবর জানান। বোর্ডমিটিং-এ তিনি কাউন্সিলরদের বলেন, সামনের বছরে রাসমেলাকে বিশ্বমানের করে তোলার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করা হবে। এদিন রাসমেলার মাঠে পুরসভার বোর্ডমিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ সহ পুরসভার প্রায় সমস্ত কাউন্সিলাররা। উল্লেখ্য, প্রতিবারের মত এবারও কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ৮ নভেম্বর থেকে কোচবিহারে শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম সবচেয়ে বড় রাসমেলা। প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার লোক আসছেন কোচবিহারে। ফলে শহরের সমস্ত হোটেল ও লজে তিলধরানোর জায়গা নেই। তাই অনেকের থাকার ইচ্ছে থাকলেও তারা একদিনের জন্যও কোচবিহারে থাকতে পারছেননা।

এই অসুবিধা দুর করতেই ২২নভেম্বর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হোমস্টে শুরু করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, আমরা যদি হোমস্টে করাতে পারি, তাহলে লোকে হয়তো এখানে এসে দুই-চারদিন থেকে যাবেন। ফলে আমরা তাঁদের কাছে আর কিছু সামগ্রী বিক্রি করতে পারব। এধরণের সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করা গেলে এই রাসমেলাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের অর্থনীতির আরও অনেক উন্নয়ন হবে। চেয়ারম্যান বলেন, পুরসভা ও প্রশাসনের অনুমোদনে যে কেউ এই হোমস্টে ব্যবসা চালু করতে পারবেন।

শিক্ষক প্রশান্ত গোস্বামী স্মরণে রক্তদান শিবির

পার্থ নিয়োগী: প্রতিবারের মত এবছরেও প্রয়াত শিক্ষক প্রশান্ত গোস্বামীর স্মরণে তার পরিবারের তরফে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। ম্যাগাজিন রোড এক্সটেনসন এ প্রয়াত শিক্ষক প্রশান্ত গোস্বামীর বাড়িতে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ নভেম্বর। প্রশান্ত বাবুর পুত্র প্রবাল গোস্বামী বলেন ' এদিনের এই রক্তদান শিবিরে মোট ৮২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এই

সংগৃহীত রক্ত কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জমা করা হয়'। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বইমেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিনহাটার সাহেবগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: দুইদিন ব্যাপী ফুল প্রদর্শনী, বইমেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দিনহাটার সাহেবগঞ্জে। আগামী ১৬ এবং ১৭ই ডিসেম্বর দিনহাটা-২ নং ব্লকের সাহেবগঞ্জ ফুটবল ময়দানে প্রতিযোগিতামূলক ফুল প্রদর্শনী, বইমেলা এবং কলকাতা খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জানা গেছে দিনহাটা-২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠান হবে। ফুল প্রদর্শনী এবং বই মেলার পাশাপাশি থাকবে বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুতুল নাচ। যা সকলের মন কাড়বে।

ইতিমধ্যেই দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। দিনহাটা-২ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্র বর্মন এবং নির্বাহী আধিকারিক তথা বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস জানান, আগামী ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর সাহেবগঞ্জ ফুটবল খেলার মাঠে দুদিনব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক ফুল প্রদর্শনী, বইমেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সেখানে প্রথমদিন উপস্থিত থাকবেন সঙ্গীতশিল্পী অর্কদ্বীপ মিশ্র, পরেরদিন থাকবেন বন্দনা দত্ত। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে বাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য পুতুলনাচ। ফুল প্রদর্শনী হবে প্রতিযোগিতামূলক।

স্থানাধিকারিদের পুরস্কৃত করা হবে। স্থানীয় সহ বহিরাগত বিভিন্ন নামি দামী প্রকাশনী সংস্থা তাদের বইয়ের পসরা সাজিয়ে রাখবে বইপ্রেমীদের জন্য। ১৬ ডিসেম্বর মেলার উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, মহকুমাশাসক রেহানা বসির সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা।

কথা বলা পুতুল নিয়ে জলপাইগুড়িতে সচেতনতামূলক প্রচারে ধূমকেতু

জলপাইগুড়ি: শীতকালে গ্রামেগঞ্জে পুতুল নাচের আসর আজ ইতিহাস। তবে সেই পুতুল আজও বেঁচে আছে পাপেটট্রির মধ্যে। যাকে সাধারণত বলা হচ্ছে কথা বলা পুতুল। এবার সেই কথা বলা পুতুল নিয়েই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং লোকসমাগম হয় এমন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ধূমকেতু পাপেটট্রি গ্রুপের ডিরেক্টর দিলীপ মন্ডল জলপাইগুড়িতে এক অনুষ্ঠানের মাঝে তিনি জানান। পুতুল নাচ আজ আর নেই বললেই চলে, তার জায়গায় আজ এই পাপেটট্রি অনেকটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ধূমকেতু গ্রুপ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই কথা বলা পুতুল নিয়ে সমাজের বিভিন্ন বিষয় যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিয়ে কাজ করে চলেছে।

দিনহাটা কলেজে আলোচনাসভা

দিনহাটা: মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা নাগাদ দিনহাটা কলেজের কনফারেন্স রুমে নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড: দেবকুমার উপাধ্যায়। এদিন তিনি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ড: আব্দুল আওয়াল সহ অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও অশিক্ষক কর্মীরা। এদিন আগামী দিনের শিক্ষায় উন্নতিসাধন করতে ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় উপদেশ দেন উপাচার্য ড: দেবকুমার উপাধ্যায়।

যুগ-যুগ ধরে বোল্লা কালি মা ভক্তদের মনে বিরাজ করেছে

দেবাশীষ চক্রবর্তী: বিপদে হোক বা কোন শুভ কাজ উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের সকলেই মা বোল্লার স্মরনাপন্ন হয়ে থাকি। কথিত আছে, বোল্লা কালী পুজোর প্রায় ৪০০ বছর আগে জমিদার ছিলেন বল্লভ চৌধুরি যার নাম অনুসারে এলাকার নাম হয়েছে বোল্লা । আজ থেকে চারশো বছর আগে এলাকার এক মহিলা স্বপ্নাদেশে কালো একটি পাথরখন্ড কুড়িয়ে পেয়ে সেটিকে প্রথম মাতৃরুপে পুজো শুরু করেছিলেন । এরপর জমিদার মুরারী মোহন চৌধুরী

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে মামলায় জড়িয়ে যান, তার পর তিনি বোল্লা কালী মাতার কাছে মানত করে মামলায় জয় লাভ করেন। সেই বছর থেকে রাস পূর্নিমার পরে শুক্রবার ঘটা করে পুজোর আয়োজন করে। সেই কাল থেকে বোল্লা কালি প্রভাব ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পরে।

পুজোর দিন শুক্রবার ভোর থেকে বিসর্জনের দিন পর্যন্ত ভক্ত দের ঢল যে ভাবে পরে তা চোখে পড়ার মত। যুগ যুগ ধরে এই ভাবে প্রথা চলে আসায় আজ বোল্লা কালি মা সকলের মনে বিরাজ করেছে।

চোখের আলো প্রকল্পের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো মালদার এক দৃষ্টিহীন পরিবার

মালদা: পরিবারের পাঁচ সদস্যই দৃষ্টিশক্তিহীন। পথে ভিক্ষা করেই চলে তাদের জীবন। সেই অন্ধকার জীবনে আলো ফুটলো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের'চোখের আলো'প্রকল্পের মাধ্যমে। মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকের অস্ত্রোপচারে আপাতত ১৫বছরের সুমিত ও ১২বছরের সোমা ফিরে পাচ্ছে চোখের আলো। পরিবারের আরো তিন সদস্যের অস্ত্রোপচারও হবে খুবই শীঘ্রই। চোখের আলো প্রকল্পের মাধ্যমে দৃষ্টি ফিরে পেতেই খুশি এই পরিবার। বছর দুয়েক আগে গাজোলের ব্যবসায়ী প্রদীপ লাহা এই দৃষ্টিহীন পরিবারের পাঁচ সদস্যকে ভিক্ষা করতে দেখেন। এরপরই তিনি গাজোল ব্লকের হাতিমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চক্ষু পরীক্ষক অজিত কুমার দাসের সাথে যোগাযোগ করেন। চক্ষু পরীক্ষক অজিত কুমার দাসের তত্ত্বাবধানে শুরু হয় চিকিৎসা। অজিতবাবু তাদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তদ্বির করতে থাকেন। এই সময় রাজ্য সরকারের 'চোখের আলো' প্রকল্পের সূচনা হয়। আর এই দৃষ্টিহীনদের সেই প্রকল্পের আওতায় শুরু হয় চিকিৎসা। প্রতিকুলতা ছিল অনেক। কিন্তু মালদা মেডিক্যাল কলেজের চক্ষু বিভাগের চিকিৎসকদের সহযোগিতায় তা দুর হয়। তৈরী হয় চক্ষু সার্জেন সুমন চ্যাটার্জীর নেতৃত্ব মেডিক্যাল

টিম। ঠিক হয় দুইটি পর্যায়ে এই পরিবারের পাঁচ সদস্যের অস্ত্রোপচার হবে। প্রথম পর্যায়ে সুমিত ও সোমার অস্ত্রোপচার হয় ২১নভেম্বর। চক্ষু চিকিৎসক সুমন চ্যাটার্জী সহ বিশ্বজিৎ কুমার,হাতিমারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চক্ষু পরীক্ষক অজিত কুমার দাস, কর্মী সুভম তেওয়ারীর সহযোগিতায় সফল হয় দৃষ্টিহীনদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার লড়াই। মালদা জেলার গাজোলের তুলসীডাঙ্গার বাসিন্দা বিশ্বনাথ সরকার (৫০)। সাত বছর বয়সে ট্রাইফয়েড হওয়ার ফলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি।তাঁর স্ত্রী অর্চনা সরকারও (৩৮) প্রায় দৃষ্টিহীন। তাদের ছেলে মেয়ে অমিত (২০), সুমিত (১৫), সোমা (১২) ও সোনালি (৪)। অমিত ছাড়া বাকী সকলেই দৃষ্টিশক্তিহীন। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের পক্ষে চোখের চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি। সরকারি ভাতা ছাড়া পথে ভিক্ষা করেই চলে তাদের সংসার। নিজের দৃষ্টি ফিরে না পেলেও পরিবারের পাঁচ সদস্যের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার সম্ভবনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিশ্বনাথবাবু। সুমিত ও সোমা আজ খুশি।

মনোহরার জন্য বিখ্যাত মালদার মহদিপুর গ্রাম

মালদা: মনোহরার জন্য বিখ্যাত মালদার মহদিপুর গ্রাম। এই গ্রামে গুপ্ত পরিবারের হাত ধরে মনোহরা তৈরি শুরু হয়। এখন এলাকার একাধিক দোকানেই পাওয়া যায়। ক্ষীরের ঘানির মধ্যে নারকেল ও এলাচ দেওয়া হয়। ঘানি তৈরি সম্পন্ন হলে চাঁচা বসিয়ে গোল মিষ্টির আকার দেওয়া হয়। দু-দিন সে অবস্থায় শুকোলে উপর থেকে চিনির সেরার প্রলেপ দিলেই তৈরি হয় মনোহরা।এই মিষ্টি তৈরি করতে অন্তত দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে। মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মহদিপুর গ্রামে এই মিষ্টি পাওয়া যায়। এই গ্রামের একমাত্র কারিগর অজিত গুপ্ত রয়েছেন। যিনি বংশ পরম্পরা এই মিষ্টি তৈরি করে আসেন। অজিতবাবুর বাবা স্বর্গীয় অনন্ত লাল গুপ্তর হাত ধরেই বাংলাদেশের পাবনা থেকে এই মিষ্টি এসেছিল দেশে। একসময় এই মিষ্টির খুব কদর ছিল। মালদহ শহর থেকে মিষ্টান্ন দোকানিরা মহদিপুর এসে পাইকারি মূল্যে মনোহরা নিয়ে যেতেন। মালদহ শহরে বিক্রি করতেন ব্যবসায়ীরা। গৌড়ে ঘুরতে আসা পর্যটকেরা তাঁর হাতের মনোহরার টানে মহদিপুর আসেন। একসময় কলকাতাতেও বরাত পেয়েছেন। তবে ধীরে ধীরে চাহিদা অনেকটাই কমেছে বাংলার এই মিষ্টির। তাছাড়া আগের মতো প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি ও তৈরি করতে পারছেন না অজিতবাবু। মনোহরা বর্তমানে ২৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। তাছাড়া ৫ টাকা পিস হিসাবে বিক্রি করেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রি-রিপাবলিক ডে প্যারেড ক্যাম্প সমাপনী অনুষ্ঠান

বিশেষ সংবাদদাতা: দেশের উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের দশ রাজ্যের নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রি-রিপাবলিক ডে প্যারেড ক্যাম্প শুরু হয়েছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ পি জে আব্দুল কালাম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানসকুমার সান্যাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন কল্যাণী পুরসভার চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিলীমেশ রায়চৌধুরী। কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টসের উদ্যোগে দশদিনের এই ক্যাম্পের আয়োজন হয়েছিল। যৌথভাবে এর আয়োজন করেছিল কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও রিজিওনাল ডাইরেক্টরেট অফ এন এস এস, কলকাতা।

উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের দশটি রাজ্য থেকে ২০০ জন ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছিল। এই দশটি রাজ্য হল, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ ও অসম। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কুড়িজন শিক্ষক এসেছিলেন। ক্যাম্প প্যারেডের প্রশিক্ষণ চলে দশ দিন। শুক্রবার ২৫ নভেম্বর সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজন ছিলো। বেছে নেওয়া হবে এনএসএস-এর ভলান্টিয়ারা প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির প্যারেড অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিমাই সাহা।

১০ প্রতিনিধির হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল।

সম্পাদকীয়

হেমন্তের আগমন

নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখতে দেখতেই শরৎ এর পর আলতো শীতের ছোঁয়া নিয়ে আসে হেমন্ত। দিনের বেলায় মিঠে রোদ। রাতে হালকা শীতের ছোঁয়া। শেষরাতে অবশ্যই গায়ে মোটা চাদর কিংবা কাঁথা চাপান মাস্ট। রাস্তা দিয়ে সাইকেলে চেপে আওয়াজ করে ধুনকরদের যাতায়াত জানান দিত সামনেই আসছে শীত। হেমন্ত মানেই পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে আকাশ প্রদীপ দেওয়া। গ্রামেগঞ্জে নতুন ধান কাটা আর নবান্নের আনন্দ। এটাই এতদিন ছিল চেনা হেমন্তের ছবি। তবে গত দু-তিন বছরে এই চেনা ছবিটি বদলেছে অনেকখানি। দিনের বেলায় একটু রৌদ্রে দাঁড়ালেই লাগছে বেজায় গরম। আবার সন্ধ্যার পর রাত হতেই ঠান্ডা লাগছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে থাকছে অনেকখানি পার্থক্য। রাত হলেই ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে অথচ শিলিগুড়িতে তেমন অনুভব হচ্ছে না। পাহাড়ের কাছে হয়েও শিলিগুড়িতে যে উষ্ণতা থাকছে। তার চেয়ে কম উষ্ণতা দেখা যাচ্ছে পাহাড় থেকে অনেকটাই দূরে থাকা মালদায়। আরও অবাক হতে হয় গত২৪ নভেম্বরের ঘটনা দেখে। পাহাড়ি এলাকার কালিম্পং এর চেয়ে সেদিন এক ডিগ্রি উষ্ণতা কম ছিল সমুদ্র উপকুলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায়। হেমন্তের আবহওয়ার এহেন খামখেয়ালিপানা মানুষ কে অসুস্থও করে দিচ্ছে। বর্ষা চলে যাবার পরেও নিম্নচাপের জন্য অকাল বর্ষণে ভাসতে হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। ফলে তাল কাটছে নবান্নের চেনা ছবিতে। আসলে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব এসে লেগেছে আমাদের ঋতুচক্রের ওপর। ফলে বদলে গেছে হেমন্তের চেনা ছবি। দেরিতে হলেও কিছুটা ঘুম ভেঙ্গেছে আমাদের। এই সময়ে প্রতিবছর চাষের জমিতে ন্যাড়া পোরান হয়। আর সেটা বন্ধ করতে এবার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র একটা ঘটনা বন্ধ হলেই হবে না। সার্বিকভাবে পরিবেশের উষ্ণতা হ্রাসের কাজে নামতে হবে। আর তবেই ফিরবে চেনা হেমন্তের ছবি।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

তুমি যদি

....বিজয় বর্মন

তুমি যদি গাঁয়ের মেয়ে হতে,
যদি কোমর নীচে তোমার হত চুল,
আলতা রাঙ্গা চরণ যদি হত,
খোঁপায় যদি গুঁজতে তুমি বনের রাঙা ফুল।
যদি তাঁতের শাড়ি পড়ে,
রাঙ্গা নূপুর হত পায়,
যদি চঞ্চল তুমি হতে,
মোর হিয়ার আঙিনায়!
যদি তোমার কাছে যাই,
তবে লাজেই তুমি মর,
বদন করিয়া নীচ,
তুমি রইতে কি আর পারো !
মুচকি হাসিয়া তবে,
তুমি ফিরিয়া বদনখানি,
পালাতে যাবে যেই,
আমি তোমায় কাছে টানি!
তখন তুমি আমার কাছে হারো,
আমায় ছেড়ে যেতে কি আর পারো!

প্রবন্ধ

ও জীবন রে...

..... সুবীর সরকার

উজান ভাটির ব্যস্ততায়, জায়মান এক বিস্তার দিয়েই তো নদী ধরলাকে চিনতে হয়! নদীর উজান থেকে ফিরতে থাকা পাখিরা দিকদিগন্তের দিকেই উড়ে যায়। তখন বড়বাড়ী থেকে পাঙ্গা রাজবাড়ী থেকে রাজারহাট থেকে দুর্গাপুর থেকে কেবল গানের পর গান উড়ে আসে। জনপদের পর জনপদ ভরে উঠতে থাকে গানের সুরের মত্ততায়। ইয়াকুব মুন্সি তার ঘাড়ের গামছায় মুখ মুছে একসময় গানের ভূগোল ইতিহাস মিথের ভেতর অনুপ্রবেশ করেন। আর এক পর্বে আমরা দেখি ব্রহ্মপুত্র মিশে যায় নদী ধরলায়। সেই মিশে যাওয়ার কোন চিহ্ন কি নদী বহন করে আদৌ! ইয়াকুব তার ঈষৎ অন্যমনস্ক চলাচল নিয়েই গঞ্জ কিংবা হাটের অংশ হয়ে উঠতে থাকে একসময়।

গান থামে না। গান পল্লবিত হয়। গানের পরিবর্ধিত টুকরোয় নদীর জলের শব্দ কখন বুঝি মিশেই যায়।

ইয়াকুবের চোখের তারায় পুরোন দিনকাল ছায়া ফেললে অথবা ছায়া বিছিয়ে দিলে ইয়াকুব তিস্তা পারের জনজীবনের গানগুলি তার স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনতে থাকেন-

"তিস্তা পারের সোনার ময়না রে
ও ময়না না যান নালমনিহাটতে"

এভাবে বাতাসের ভেতর, আকাশের নিচে, নদীর সজলতায় গান নিয়ে নাচ নিয়ে হর্ষ বিষাদ বাদ্য বাজনা নিয়ে মানুষ তার বেচে থাকাটাকে একপ্রকার উদযাপনই করে হয়তো বা।

২. নাসির আলীর জীবন জুড়ে অদ্ভুত এক জোতজমির গল্প। নদী ভাঙ্গনের গল্প। নদীগর্ভে বিলীন হওয়া জমিজিরাতের গল্প। মুন্সীবাড়ির জোতদারদের পুরোন জৌলুসের গল্পগুলি সঙ্গে নিয়েই নাসির আলী জনপদের পর জনপদে ঘুরে বেড়ান। সে প্রথমে গান দিয়েই তার কিসসা শুরু করে। তারপর নাসির জমে উঠতে থাকা জমায়েতকে এই ১৬ নদীর দেশের কিছু কথা শোনায়। তারপর শুরু হয় তার ভাঙন, নদী, মুন্সিবাড়ি আর জমিজিরাতের গল্প।

নাসির আলী কিভাবে বুঝি আস্ত এক আবহমান কথক হয়ে ওঠে। তার শরীরে পালাটিয়ার নাচের ছন্দ নতুনত্ব এনে দেয়। নাসির আলী জনপদের পর জনপদে এভাবেই গল্পের বিস্তার গুঁজে দিতে দিতে এক অলীক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যান।

আর নাগেশ্বরী থেকে উঠে আসা গানের অদ্ভুত সুরের মায়া রৌমারী অতিক্রম করে জামালপুরের দিকে চলে যায়। এক গঞ্জ থেকে কণ্ঠে গান, শরীরে নাচের দুলুনি নিয়ে নাসির আলী পা বাড়ান অন্য কোন গঞ্জের দিকে।

৩. মানুষের চলাফেরায় একটা ছন্দ আছে। ম্যাজিক আছে। আসলে চলাফেরা দিয়েই তো মানুষকে অতিক্রম করতে হয় মস্ত এক মানবজীবন। সেই জীবনের গহিনে থরে থরে সাজানো থাকে তিস্তা নদীর পুটি মাছ, হাউসের মস্ত বিলের শিথান থেকে কুড়িয়ে আনা ঢেঁকি শাক, কুরুয়া পংখির কান্নার বিলাপ, আন্ধন ঘরের নিভে যাওয়া উনুন আরও কত কিছু।

ইয়াকুব মুন্সীর হেঁটে যাবার দ্রুততায় জনপদে জেগে উঠতে থাকে নুতন কোন গল্পের সূত্র। সেই সূত্রকে অনুসরণ করে সন্ধ্যের মুখে মহিষের গাড়ি ক্ষেত মাঠ থেকে বুঝি ফসলের সুসমাচার বহন করে আনতে থাকে। গাড়িয়াল গান ধরলে সন্ধের পাখিরা কি পথ হারায়! তারা কি দ্বিধা নিয়ে তাদের গতিপথ বদলেই

ফেলে! না কি গাড়িয়াল বন্ধুর গান একসময় বাধ্যত মৈশাল বন্ধুর গানে প্রবিষ্ট হয়ে পড়ে-

"তোমরা যাইবেন কুড়িগ্রাম মৈশাল রে
ও মৈশাল কিনিয়া রে অনিবেন কি"

গানে গানে জমে ওঠা জীবনযাপনের খুব ভেতরে ঢুকে পড়তে পড়তে আবার ইয়াকুব মুন্সী তার ঘাড়ের রঙ্গিলা গামছায় কপালের ঘাম মুছে নেয়। তার শরীরে আবার দ্রুততা এসে পড়লে ইয়াকুব নিজেকে ধরলা নদীর উজান ভাটির বিস্তারের ভেতর অনুপ্রবিষ্ট করেই ফেলে সাবলীল সব গানের কলির মত।

গল্প

নিষিদ্ধ

..... অদিতি মুখার্জি

হঠাৎ বেল টা অনবরত বাজছে, দরজা খোলার সময় টুকু অপেক্ষা করতে পাচ্ছে না .....এসব ভাবতে ভাবতেই জবা কে দরজা টা খুলতে বললো সুতোপা .....

অমরেশ, ভেতরের ঘরে আসতে আসতেই বললো এখন পা কেমন? হাঁটতে পাচ্ছো? শুনলাম বাথরুমে পরে গেছো ....

কথা না শেষ হতেই সুতোপা বলে উঠলো তুমি জানলে কি করে! তোমায় খবর কে দিলো?

অমরেশ সযত্নে এড়িয়ে গেলো, বললো চলো একবার ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরেই আসি চোট টা বোঝা যাবে কতটা ....

আমি রেডি হতে হতে বুঝতে পারলাম এ কাজ তুতুনের ....

তাই অপরাধীর মতো ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে ...

ও তিন বছর বয়সে ওর বাবা কে হারানোর পর থেকেই আমাকে আরো বেশী করে আকারে রাখে ,সামান্য কিছুতেও ভয় পায় আমাকে হারিয়ে ফেলার

এই সাত বছরে একফোটা ও বড় হয়নি ও। কথায় কথায় অমরেশকে ডেকে পাঠাবে,

এটা দাও সেটা দাও ঘুরতে নিয়ে চলো নানা রকম বায়না ....অমরেশের কাছ থেকে বোধহয় বাবার ঘাটতি টা পুরন করতে চায় ,কি জানি পারে কি না!

পাশের ঘর থেকে অমরেশের ডাক কানে এলো কি গো চলো এরপর চেম্বার বন্ধ হয়ে যাবে তো!

পাশের ঘর থেকে বেড়িয়ে এলাম .....

রাস্তায় একা হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে কোনো সাপোর্ট ছাড়া

তাই অগত্যা অমরেশের হাতটা ধরে রিক্সায় উঠতে হলো ,জানি এ স্পর্শ নিষিদ্ধ নয় ...শুধুই সাহায্যের।

কিন্তু পাশের বাড়ি তার পাশের বাড়ি সমাজ সে কথা মানবে কেনো!

ডাক্তারের কাছে গিয়ে বুঝলাম পা টা মুচকে গেছে ...

অমরেশের সাথে আমার দেখা নতুন করে অফিস ফেরত ট্রামে হঠাৎ ....সুজয় চলে গেছে সবে ,তুতুন তখন চার একা মা সুজয়ের ফেলে যাওয়া চাকরি ,নতুন শহর সবটা বুঝে নেয়ার চেস্টা আমার তখন ...

সুতোপা সুতোপা বলে ডাক মনে হলো এই অচেনা শহরে চেনা কণ্ঠস্বর তাকিয়ে দেখি অমরেশ!

আমরা একসাথে কলেজে পড়তাম। অবাক হলাম ও আমাকে চিনলো কি ভাবে ..... কি করে মিল খুঁজে পেলো আগের সেই ছটফটে সুতোপার সাথে এই সুতোপার।

গল্পে গল্পে সব গল্পই হলো আমার জীবনের ... বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো নতুন করে অচেনা শহরে চেনা মানুষের সাথে।

সেই থেকে আজ অব্দি তুতুন আর অমরেশ একে অপরের আশ্রয় হয়ে উঠেছে। আমার শত বারন সত্বেও

সমাজ যতোই নিষিদ্ধ বলুক!

অমরেশ কি কোথাও আমার ও আশ্রয় নয়।

কিছু সম্পর্ক সমাজের অনুমোদন পায় না ঠিকই, কিন্তু সেই সম্পর্ক গুলো নিষিদ্ধ ও নয়।

কোচবিহার শিল্পী সংসদের বর্ষপূর্তি

পার্থ নিয়োগী: আগামী ৪ ডিসেম্বর কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কোচবিহার শিল্পী সংসদ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এই উপলক্ষে গত ২৭ ডিসেম্বর কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সংস্থার তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে সংস্থার সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন 'ঐদিন তাদের তরফে গুণীজনদের স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হবে। একইসাথে থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'। এরমধ্যে অন্যতম হল স্বর্গীয় নৃত্য গুরু গিরিধারী নায়েকের সুযোগ্যা কন্যা সুজাতা নায়েকের শাস্ত্রীয় নৃত্যানুষ্ঠান।

শুরু হল বিপিএল

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহারের ক্রীড়া ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) এর ধাঁচে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ বাবুরহাট প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ (বিপিএল) তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানেও আইপিএল এর মতন নিলামে ক্রিকেটার দের নেয় বিপিএল এ অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলি । এবার মোট ৬ টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। গত ২০ নভেম্বর থেকে বাবুরহাটে এবারের এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়। বাবুরহাট ফুটবল খেলার মাঠে এই টুর্নামেন্টের খেলা হচ্ছে। উদ্বোধনী খেলায় স্টার ইলেভেন ৭ উইকেটে রেড রাইডার্স দলকে পরাজিত করে।

বই রিভিউ: নদী যেখানে মা

ডাক্তার মফিজুল ইসলাম মান্টু পেশায় চিকিৎসক। কর্মসূত্রে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন ইরানে। ঘুরে বেড়িয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। তবুও ভুলে যাননি নিজের নদী মাতৃক দেশ বাংলাদেশকে। ঠিক যেভাবে মাকে হৃদয়ে রেখেছেন। ঠিক একইভাবে দেশকেও তিনি রেখেছেন হৃদয়ে। কুসংস্কারে বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে এবং অতি অবশ্যই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করছেন জারা। তাদের উতসর্গ করেছেন তার এই কাব্যগ্রন্থটি। তার উদার মানসিকতার ছবি ধরা দেয় এই কাব্যগ্রন্থের কবিতায়। নদীর পাড়ের এক সবুজ গাঁয়ের মেয়ে ছিলেন তার মা। আজ মা নেই। কিন্তু আছে নদীর পাড়ে তার মায়ের গ্রামটি। তাই সেই সবুজ গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীটি দেখে তিনি লেখেন 'নদী যখন নদীর মতন নদীই তখন মা/ নদীর পাড়েই জেগে আছে একটি সবুজ গাঁ।' সেই যুদ্ধ চলছে আজও/ ফুলের সুবাস পাওয়ার জন্য/ শিশুর অপাপ হাসির জন্য/ মায়ের দুঃখ ভোলার জন্য/ মানুষ হয়ে বাঁচার জন্য। এই লাইনগুলি বলে দেয় একমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ নয়। এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের জন্য উপযুক্ত করে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ। তাই সেই বিশ্বের জন্য যুদ্ধ যে আজও চলছে তা তার লেখনীই বলে দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী কবি বঙ্গবন্ধু শীর্ষক কবিতায় যেন বলতে চেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর দেখান পথেই চলার অঙ্গীকারের কথা। এই জীবনে যুদ্ধ করেই বাচতে হয় প্রতিনিয়ত কিংবা মৃত্যুকে

নিয়ে উৎসবের কথার মধ্যে তার গভীর ভাবনার পরিচয় পাঠকের সামনে উঠে আসে। আরও ভাল লাগে অনেকটা ছড়ার মত করে ছন্দময় তার 'চলছে দেশ দেশের মত' এবং 'জুতো মোজা চক চক কবিতা পড়ে'। রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি সংস্কৃতিতে বিষ মেশাচ্ছে যেসব মানুষ তাদের প্রতিও কটাক্ষ করে ধরেছেন কলম। কবি রংপুরের মানুষ। এত ব্যস্ততার মাঝেও লালন করে চলেছেন রংপুরের মাটির ভাষা যা আমরা এখানে রাজবংশী বা কামতাপুরি ভাষা বলে জানি। আর এই ভাষাতেই খাদ্যের অপচয় নিয়ে তিনি লিখতে গিয়ে বাঙালির ভাত নিয়ে দুর্বলতা যা তার নিজেরও আছে এইজন্য অবলীলায় লেখেন ' বঙ্গবাসী প্রিয় ভাই শোনো কথা/ বঙ্গবাসী প্রিয় বইন কওতো কথা/ ডাকাও মাক। এলায় হামাক ভাত দেও/ ওমা হামাক ভাত দেও। আবার তার মহাজনের বাংলা সফর শীর্ষক কবিতায় 'বাপই বলে কোন গাঁওত যাইবে/ গাছের সবুজ ধানের ছবি/ নদীর জীবন পাখির গান/ স্যাটে গেইলে শুনবার পাইবে।' আবার 'এত্ত সাগাই কত্ত আদর/ তাও ক্যানেবা ভাবেন পর।' এই পংক্তিগুলি তার প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা ও সবাইকে নিজের করে নেবার ভাবনাই প্রতিফলিত হয়। আর এই কারণেই হয়ত বইটির শেষে ডঃ নেলসন ম্যান্ডেলাকে মনে করে লিখেছেন 'সব পাগলই পাগল নয়' শীর্ষক চমৎকার একটি কবিতা। সবশেষে বলতে হয় রংপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ থেকে প্রকাশিত ডাক্তার মফিজুল ইসলাম মান্টুর 'নদীই আমার মা' এই কাব্যগ্রন্থটি যেন হয়ে উঠেছে নদী মাতৃক দেশে মায়ের স্নেহে মানবিকতার মন্ত্রে মানুষ হওয়া এক কবির আত্মকথা।

রবীন্দ্র সদনে বাসভূমি সাহিত্য সম্মান ২০২২-এ ভূষিত হলেন ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ

বিশেষ সংবাদদাতা: সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সঙ্গে ২৭ নভেম্বর ২০২২ বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে উদযাপিত হলো ৪০ বছর ধরে প্রকাশিত হতে থাকা লিটল ম্যাগাজিন বাসভূমি পত্রিকা ও ৪৫ বছরের পুরনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চন্দ্র কমার্শিয়াচল ইনস্টিটিউট যৌথ আয়োজন 'বাসভূমি উৎসব'। উক্ত সংস্থা দুটির কর্ণধার অরূপ চন্দ্র, কবি প্রাবন্ধিক ও ইতিহাস গবেষক।

২০০৮ সাল থেকে বাসভূমি উৎসবে সম্মানিত ও সংবর্ধিত করা হচ্ছে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যের উন্নতি সাধনে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া অথচ সেই অর্থে প্রচারের আলোয় না থাকা শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক ইতিহাস গবেষক সংস্কৃতি-কর্মী নাট্য ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি মহৎপ্রান গুণীজনকে।

২০২২ সালে সর্বমোট ১১ জন পুরস্কৃত সংবর্ধিত ও সম্মানিত হলেন রবীন্দ্রসদন মঞ্চ থেকে।

২০১৮ সালে বাসভূমি সাহিত্য সম্মাননা'র জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ইতিহাস গবেষক ও 'চট্টগ্রাম ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র' সভাপতি সোহেল ফকরুদ্দিন, যিনি ভিসা সংক্রান্ত কারণে সেই সময় উপস্থিত থাকতে না পারার দরুন বাসভূমি সম্মাননা থেকে ব্রাত্য রয়ে গিয়েছিলেন, আজকের দিনে হাজির হয়েছিলেন তিনি সেই সুদূর চট্টগ্রাম থেকে। তাঁর হাতে বাসভূমি সাহিত্য সম্মান ২০১৮ তুলে দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক অনল আবেদীন এবং কবি ও সম্পাদিকা দেবী রাহা মিত্র।

সোহেলবাবুর সঙ্গেই চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন শ্রী দুলালকান্তি বড়ুয়া যিনি নিজেও একজন ইতিহাস গবেষক এবং চট্টগ্রামের অত্যন্ত জনপ্রিয় ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা, কিরাত বাংলার প্রধান সম্পাদক, তাঁর হাতে সংস্থার কর্ণধার অরূপ চন্দ্র স্মারক ও অন্যান্য উপহার তুলে দিলেন। এ বছর "সিসিএআই বাসভূমি জীবনকৃতি পুরস্কার-২০২২" -এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন ড. সর্বজিৎ যশ, বর্ধমান নিবাসী ইতিহাস গবেষক। আর "বাসভূমি সাহিত্য সম্মান-২০২২" এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন সর্বমোট ১০ জন।

১. আনসারউদ্দিন। কথাসাহিত্যিক। নদিয়া। ২. নীহারুল ইসলাম। কথাসাহিত্যিক। মুর্শিদাবাদ। ৩. দিলীপ কুমার মিস্ত্রী। শিশু-সাহিত্যিক ও গল্পকার। নদিয়া। ৪. কুণাল কান্তি দে। সাহিত্যিক ও গল্পকার। মুর্শিদাবাদ। ৫. বরুণ দাস। সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক। কলকাতা। ৬. তপন ভট্টাচার্য। কবি, সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক। নদিয়া। ৭. সুশান্ত বিশ্বাস। কবি, শিল্পী ও লোকসংস্কৃতি গবেষক। মুর্শিদাবাদ। ৮. খাজিম আহমেদ। ইতিহাস গবেষক। বহরমপুর। ৯. আশীষ কুমার মন্ডল। ইতিহাস গবেষক। বহরমপুর। ১০. সাবিত্রী প্রসাদ গুপ্ত। ইতিহাস গবেষক। বহরমপুর।

নির্বাচিতদের মধ্যে তিন জন ইতিহাস গবেষক, দুজন কবি সাহিত্যিক ও পত্রিকা সম্পাদক, একজন কবি লেখক ও হস্তশিল্পী, দুজন কথাসাহিত্যিক, আর দুজন গল্পকার।

তাঁদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় অভ্যর্থনা স্মারক, পরিয়ে দেওয়া হয় উত্তরীয়, দেওয়া হয় সুদৃশ্য সম্মাননা স্মারক ও মানপত্র, এছাড়া মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ছানাবড়া ও বেশ কিছু বইয়ের একটি সংগ্রহ।

বাসভূমি পত্রিকা সম্পাদক অরূপ চন্দ্র প্রারম্ভিক ভাষণের পর মঞ্চে আহ্বান জানানো

হয় মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট সংগীত ইতিহাস গবেষক রামপ্রসাদ ভাস্কর মহাশয়কে, তিনিই ছিলেন এই সভার সভাপতি; ডেকে নেওয়া হয় লোকশিল্প গবেষক মুজাফফর হোসেন মহাশয়কে, সভার বিশেষ অতিথি রূপে। এরপর দুই স্কুল ছাত্রী কোয়েলিয়া ও সৌরিমা উদ্বোধনী সংগীত গেয়ে শোনান।

বাসভূমি উৎসব স্মরণিকা সর্বসম্মুখে নিয়ে আসেন ড. জয়দেব বিশ্বাস, প্রাবন্ধিক চন্দ্রপ্রকাশ সরকার ও কবি মবিনুল হক। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় নবদ্বীপের কবি তপন ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ।

এরপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন পাঁচ জন বিশিষ্ট কবি-- অরু চট্টোপাধ্যায়, আবদুস সালাম, হৈমন্তী বন্দোপাধ্যায়, রাজন গঙ্গোপাধ্যায়, হাসি খাতুন ও কৌশিক গুড়িয়া; কবিতাগুলি দর্শক দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবলভাবে। সভায় জেলার বিশিষ্ট কবি অনন্দিতা মোদক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করে শোনান যা উচ্চ প্রশংসিত হয়।

রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশিত হয় দুই স্থানীয় নৃত্য শিল্পী---দেবশ্রী সরকার ও অনিন্দিতা ভট্টাচার্য'র উপস্থাপনায়।

প্রত্যেক কবি ও শিল্পীকে অভ্যর্থনা স্মারক ও বহরমপুরের বিখ্যাত ছানাবড়া উপহার দেওয়া হয়।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের পর পুরস্কার প্রাপকগণ তাদের বক্তব্য পেশ করেন, সভার প্রধান অতিথি ও সভাপতিও তাদের বক্তব্যে বাসভূমি পত্রিকার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক খাজিম আহমেদ তার দীর্ঘ বক্তৃতায় বারবার তুলে ধরেন কলকাতা কেন্দ্রিকতার বাইরেও বৃহৎবঙ্গের তথাকথিত মফস্বল অঞ্চল গুলির এই উদ্যোগ অত্যন্ত মূল্যবান যা বাংলার প্রগতিশীল সমাজকে লেখক শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীদেরকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে যাবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কবি সাহিত্যিকগণ ছাড়াও নদিয়া বর্ধমান বীরভূম জেলার বিভিন্ন খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক ও পত্রিকার সম্পাদকগণ। রামপুরহাট থেকে 'কাঞ্চিদেশ পত্রিকা'র সম্পাদক শ্যামচাঁদ বাগদী; বেথুয়াডহরীর 'বনামি পত্রিকা'র সম্পাদক দিলীপ মজুমদার; ছিলেন কবি মবিনুল হক, প্রবীণ লেখক ও গবেষক অধ্যাপক ড. আবুল হাসানাত, কবি সন্দীপ বিশ্বাস, কবি সমীর ঘোষ, কবি মনিরুদ্দিন খান, প্রাবন্ধিক কৌশিক বড়াল, ওফেলিয়া চন্দ্র দত্ত, কবি শ্যামল সরকার, কবি শহিদুল ইসলাম, কবি তাপসী ভট্টাচার্য, নাট্যকার সন্দীপ বাগচী, চিত্র শিল্পী কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত, চিত্রশিল্পী রাজীব দত্ত প্রমুখ।

এদিন সংবর্ধিত ইতিহাসবিদ খাজিম আহমেদকে বাসভূমি সম্মাননা স্মারক তাঁর হাতে তুলে দেন প্রাবন্ধিক অপরেশ চট্টোপাধ্যায়।

জমজমাট চাতকের লোকসংস্কৃতি উৎসব

পার্থ নিয়োগী: বাংলা লোকগানের দল চাতকের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৩ নভেম্বর সাত্রাগাছি কেদারনাথ ইন্সটিটিউশন প্রাঙ্গণে সারাদিন ব্যাপী 'চাতক উৎসব' শীর্ষক লোক্সংস্কৃতি উৎসব এর আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে বর্নাঢ্য প্রভাতফেরির মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা হয়। প্রভাতফেরিতে অংশ নিয়েছেন নিত্যানন্দ কীর্তন ও বাউল সম্প্রদায়,শ্রীখোল বাদক গোষ্ঠী,আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠী প্রমুখ। বাংলার একটি লুপ্তপ্রায় লোকবাদ্যযন্ত্র হচ্ছে দোতারা। আর এই দোতারা নিয়ে অসাধারন এক কর্মশালার আয়োজন হয় এদিন। কর্মশালার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী শ্রী তীর্থ ভট্টাচার্য। সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বাদ্য হিসেবে পরিবেশিত হয় বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ঢাক। পরিবেশনায় ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের জর্নাদনপুর গ্রামের ঢাকিরা। অনুষ্ঠানে সম্বর্দ্ধনা প্রদান করা হয় বাঁশির জাদুকর শ্রী নেপাল সরকার, তিনপুরুষ ধরে পরম্পরাগতভাবে লোকসঙ্গীতের ধারক ও বাহক শ্রী জয়ন্ত সাহা , বাংলার রণনীতির নৃত্য রায়বেঁশের পরিচালক অভিষেক দত্ত এবং লোকযন্ত্র ঢাকের তালে মাতিয়ে রাখা ঢাকি কার্তিক রুইদাস কে। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে অসাধারন রণনীতির নৃত্য পরিবেশন করে 'বোলপুর নৃত্যনিকেতন ডান্স গ্রুপ এন্ড স্কুল। সবশেষে ছিল চাতকের তরফে শ্রুতিমধুর লোকসঙ্গীতের আসর। লোকসংস্কৃতি এত সুন্দর এক উৎসবের আয়োজন করে চাতক এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বাংলার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে।

কলা উৎসবে ভোকাল মিউজিকে প্রথম তানিশা

পার্থ নিয়োগী: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত কোচবিহার জেলাস্তরের কলা উৎসবে ভোকাল মিউজিক বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে সুনীতি একাডেমির ছাত্রী তানিশা এসপি বর্মন। সম্প্রতি কোচবিহার উৎসব অডিটোরিয়ামে কোচবিহার জেলার প্রতিটি স্কুল কে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহার জেলা স্তরের কলা উৎসব। আর সেখানেই নিজের ভোকাল মিউজিকে অনন্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কোচবিহার জেলায় প্রথম স্থান অর্জন করে তানিশা। গত ২০ নভেম্বর উৎসব অডিটোরিয়ামে তানিসার হাতে পুরস্কার তুলে দেন কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক রবিরঞ্জন মহাশয়। আগামীতে কলকাতায় রাজ্য স্তরের কলা উৎসবে কোচবিহার জেলার প্রতিনিধি হিসেবে সে যোগ দিতে যাচ্ছে। তানিশা কে নিয়ে এখন যথেষ্ট আশাবাদী কোচবিহারের সঙ্গীত মহল।

ভানাগ্রাম অ্যাপোলোর লক্ষ টারশিয়ারি কেয়ার প্রদান

শিলিগুড়ি: চেন্নাইয়ের ভানাগ্রামের অ্যাপোলো স্পেশালিটি হসপিটালটি হল অ্যাপোলো নেটওয়ার্কের ৫০ তম হাসপাতাল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মী সজ্জিত ভানারামের অ্যাপোলোর এই হাসপাতালটি রোগীদের জন্য বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। ২৬০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালটির লক্ষ্য হল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে টারশিয়ারি কেয়ার প্রদান করা। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি হল - নিউরো সায়েন্স, কার্ডিয়াক সায়েন্স, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ, অর্থোপেডিকস, জরুরী যত্ন এবং

ট্রমা। উল্লেখ্য, এই হাসপাতালটি কোভিড মহামারী প্রথম এবং দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় নিরাময়ের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছিল। সঠিক স্বাস্থ্য পরিসেবার মাধ্যমে চিকিৎসা সেবায় সেরা প্রতিভা সম্পন্ন রোগীদের বাঁচিয়েছিল।

চেন্নাইয়ের ভানাগ্রামের অ্যাপোলো স্পেশালিটি হসপিটালটিতে যেকোন ধরনের মেডিকেল ইমার্জেন্সি মোকাবেলার সুবিধা রয়েছে। যেমন: রোড ট্রমা, কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি এবং স্ট্রোক। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মীদের একটি দল ২৪ ঘণ্টা সম্পূর্ণ সজ্জিত স্ট্যান্ডবাই অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে। যা "ভার্টিবেল হসপিটলস অন হুইলস" কথাটির সত্যতা প্রমাণ করে।

পঞ্চম সাপ্তাহিক লাকি বাম্পার ড্র-এর ফল ঘোষণা

মেদিনীপুর: ৪০ দিনের 'টেকনো ফেস্টিভ কার্নিভাল' ক্যাম্পেনের পঞ্চম সাপ্তাহিক লাকি বাম্পার ড্র-এর বিজয়ী ঘোষণা করল টেকনো মোবাইল। টেকনোর এই পঞ্চম সাপ্তাহিক লাকি ড্র-এর বিজেতা হলেন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের বাসিন্দা রাখাল খামরিবেলংস। তিনি টেকনোর এই লাকি ড্র-এ একটি বাজাজ পালসার বাইক জেতেন

কার্নিভালের সময়কালে, যে সমস্ত গ্রাহকরা টেকনো স্মার্টফোন কিনেছিলেন তারা সাপ্তাহিক লাকি ড্র-এর অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পান। পালসার বাইক ছাড়াও মাহিন্দ্রা এক্সইউভি ৩০০, টেকনো স্মার্টফোনসহ অন্যান্য বাম্পার পুরষ্কার জেতার সুযোগ ছিল। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বা যে কোন খুচরা দোকান থেকে টেকনো কেনার সময় এই অফারটি চলছিল। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বা যে কোন খুচরা দোকান থেকে টেকনো কেনার সময় এই অফারটি চলছিল।

'মিশন স্বচ্ছতা আউর পানি'

কলকাতা: বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে মিশন স্বচ্ছতা অভিযানকে সফল করে তুলতে হারপিক তার নতুন ক্যাম্পেন শুরু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল মিশন স্বচ্ছতা অর পানি -'মিলকার লে ইয়ে জিম্মেদারি'। উল্লেখ্য, ক্ল্যারিয়ন কল তথা মিলকর লিয়ে ইয়ে জম্মেদারি কলের মাধ্যমে হারপিকের এই ক্যাম্পেনটির দায়িত্ব নিয়েছেন অক্ষয় কুমার। এই 'মিশন স্বচ্ছতা আর পানি', স্যানিটেশন ফর অল ক্যাম্পেনটি অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশনকে সমর্থন করে এবং যেখানে প্রত্যেকের পরিষ্কার টয়লেটের অ্যাক্সেস রয়েছে।

অ্যামওয়ের নতুন স্কিন কেয়ার রেঞ্জ

শিলিগুড়ি: সুস্থ থাকার জন্য শরীরের মতো ত্বকেরও পুষ্টির প্রয়োজন। সেই কথা মাথায় রেখে দেশের শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া তার প্রিমিয়াম আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন লাইনের সাথে স্কিন নিউট্রিশন সেগমেন্টে স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড চালু করল। লঞ্চের প্রথম পর্যায়ে অ্যামওয়ে তার স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ডের অ্যান্টি-এজিং রেঞ্জ চালু করেছে।

অ্যামওয়ের এই স্কিনকেয়ার প্রোডাক্ট গুলি নিউট্রিলাইটের ফার্ম থেকে উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্যারাবেন-মুক্ত, ভেগান স্কিনকেয়ার লাইন। যা ত্বকের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। উল্লেখ্য, নিউট্রিলাইটের এই স্কিনকেয়ার প্রোডাক্টগুলি ত্বকের পাঁচ ধরণের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। যা ত্বককে পুনর্নির্মাণ, ময়শ্চার এবং সুরক্ষা প্রদান করে। বলাবাহুল্য,হোয়াইট চিয়া বীজ সমৃদ্ধ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ত্বককে পুষ্টি প্রদান করে এবং ইউভি-প্ররোচিত হাইপারপিগমেন্টেশন থেকে রক্ষা করে। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিএমও অজয় খান্না বলেন, আমরা আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন লাইনের প্রথম পর্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে আনন্দিত। যাতে আর্টিস্ট্রি স্কিন সায়েন্সের দক্ষতাসহ সাতটি অ্যান্টি-এজিং রেঞ্জের প্রোডাক্ট রয়েছে।

ভারতে খেলাধুলার স্ক্রীনিং-এ অগ্রগণ্য আইনক্স

কলকাতা: নেতৃস্থানীয় মাল্টি-প্লেক্স চেইন আইনক্স দেশের ১৫টি শহরের ২২টি মাল্টিপ্লেক্সে কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ স্ক্রিন করার জন্য প্রস্তুত। ফুটবল প্রেমীরা মুম্বাই, দিল্লি, গুরগাঁও, কলকাতা, পুনে, গোয়া, ভুবনেশ্বর, জয়পুর, কলকাতা, শিলিগুড়ি, সুরাট, ইন্দোর, ভাদোদরা, ধানবাদ এবং ত্রিশুরের আইনক্স মাল্টিপ্লেক্সে ম্যাচগুলি লাইভ দেখতে পারবেন।

আইনক্স সর্বদাই ভারতে খেলাধুলার স্ক্রীনিং এবং প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আইনক্স সর্বদাই ভারতে খেলাধুলার স্ক্রীনিং এবং প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন এবং বাস্কেটবল সহ বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট, দল এবং লীগকে সমর্থন করতে প্রচারমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করেছে আইনক্স। সম্প্রতি এশিয়া কাপের ম্যাচের পাশাপাশি চলতি বছরে অনুষ্ঠিত আইসিসি টি২০ পুরুষদের বিশ্বকাপ লাইভও স্ক্রীন করেছে আইনক্স। উল্লেখ্য, আইনক্স হল ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল স্পনসর।

মি-গ্রো চালু করেছে অ্যাডিডেস্টাল টেকনোলজি

কলকাতা: অ্যাডিডেস্টাল টেকনোলজিস, গ্লোবাল রিসার্চ জায়ান্ট মার্কেলিটিক্সের প্রযুক্তি শাখা, আনুষ্ঠানিকভাবে বাজার গবেষণার জন্য তার SaaS-ভিত্তিক পণ্য - মি-গ্রো চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। নতুন লঞ্চ করা পণ্যটির লক্ষ্য ব্যবসায়িকদের স্ব-বৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কাস্টমাইজড গ্রাহক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। পাঁচটি মেট্রো শহর - বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, দিল্লি/এনসিআর, মুম্বাই এবং কলকাতা জুড়ে সম্পন্ন পণ্যটির পাইলট লঞ্চ ২০টি শিল্প জুড়ে ব্যবসা থেকে ৩৪৫০ টিরও বেশি সাইনআপের সাক্ষী।

এর সাথে, কোম্পানিটিও ঘোষণা করেছে যে এটি তার প্রদত্ত সাবস্ক্রিপশন মডিউল চালু করার পরে কেন্দ্রগুলিতে তার সামগ্রিক গ্রাহক বেসে ৩০ শতাংশ এম-ও-এম বৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে। তার বৃদ্ধির পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে, কোম্পানিটি তার ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেল (সারা দেশে সদর দফতর ও শাখা সহ ব্যবসা) চালু হওয়ার পর চলমান প্রবণতা এবং পরবর্তীতে তার এম-ও-এম বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে, যা ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ঘটবে।

ক্যালকাটা গল্ফে ব্লেন্ডার প্রাইড গ্লাসওয়্যার ফ্যাশন ট্যুর

মুম্বই: কলকাতায় দ্য রয়্যাল ক্যালকাটা গল্ফ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়ে হল গেল ফ্যাশন ডিজাইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা চালিত ব্লেন্ডার প্রাইড গ্লাসওয়্যার ফ্যাশন ট্যুরের ১৬তম সংস্করণ। ভারতীয় মহিলা জাতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরের সাথে একত্রে ডিজাইনার শান্তনু এবং নিখিল তাদের ব্লকবাস্টার ব্রিজ থেকে 'শান্তনু নিখিল ক্রিকেট ক্লাব' নামে একটি দুর্দান্ত সংগ্রহ উন্মোচন করে।

ব্লেন্ডার প্রাইড গ্লাসওয়্যার ফ্যাশন ট্যুরে একটি বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে 'প্রাইড ইন ব্রিংঙ্গিং টুইস্ট ইন ট্রেডিশনস'-এর ধারণাকে জীবন্ত করে তোলেন ডিজাইনার শান্তনু এবং নিখিল। উল্লেখ্য, শান্তনু নিখিলের টু-লাক্সারি ব্র্যান্ড 'S&N' ক্রিকেটের দুনিয়ায় ভীষণ ভাবে জনপ্রিয়। এই ব্লেন্ডার প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের শো-স্টপার ছিলেন ড্যাপার রাজকুমার রাও এবং পত্রলেখা।

ফ্ল্যাট নিট এবং প্রিমিয়াম সিল্কের মতো সিজন-ফ্রেন্ডলি কাপড়ের ক্যানভাসে ক্রিকেটের নস্টালজিক এবং স্টাইলিস্টিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে শো-এর লাইনআপ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এছাড়া ব্লেন্ডার প্রাইড ফ্যাশন ট্যুরের প্রধান হাইলাইট বিষয় ছিল ক্রিস্প অ্যাথলেটিক-চিক। যা ফাংশনের সাথে স্টাইলের মেল বন্ধন তৈরি করে।

এক্সআর প্রযুক্তির বিকাশে এক মিলিয়ন ডলার সাহায্য

কলকাতা: এক্সআর প্রযুক্তির বিকাশে ভারতের অবদানকে ডেভেলপ করতে মেটা ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) কে এক্সআর ওপেন সোর্স / XROS ফেলোশিপ প্রোগ্রামের জন্য এক মিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য করছে। এফআইসিসিআই দ্বারা পরিচালিত সোর্স ১০০ জন ভারতীয় ডেভেলপারকে ফেলোশিপ প্রদান করবে।

এক্সআর ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম হল ভারতে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে মেটা ইকোসিস্টেমের বিকাশে সহায়তা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই মেটা বিভিন্ন ওপেন সোর্স উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। এই এক্সআর ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটি ডেভেলপারদের এক্সআর প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত ওপেন সোর্স প্রকল্পগুলিতে অবদান রাখতে সহায়তা করবে। সোর্স প্রোগ্রামটি হল মেটার গ্লোবাল এক্সআর প্রোগ্রাম রিসার্চ ফান্ডের অংশ যার অধীনে কোম্পানি এই বছরের শুরুতে Meit / মিট ওয়াই স্টার্টআপ হাবের সাথে এক্সআর স্টার্টআপ প্রোগ্রামের জন্য দুই মিলিয়ন ডলার তহবিলের ঘোষণা করেছে। মেটার প্রেসিডেন্ট নিক ক্লেগ বলেন, এক্সআর ওপেন সোর্সের মতো প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে আমরা ভারতীয় বিকাশকারীদের সমর্থন করব।

টিকেএম লঞ্চ করল ইনোভা হাইক্রস

শিলিগুড়ি: অল নিউ ইনোভা হাইক্রস লঞ্চ করল টয়োটা কির্লোস্কর মোটর বা টিকেএম। টয়োটা নিউ গ্লোবাল আর্কিটেকচার (টিএনজিএ) তৈরি হয়েছে ইনোভা হাইক্রস। উল্লেখ্য, এমপিভি এবং এসইউভি-এর সমন্বয় তৈরি হয়েছে এই হাইক্রস।

নতুন ইনোভা হাইক্রস হল সর্বশেষ পঞ্চম প্রজন্মের টিএনজিএ ২.০ লিটার ৪-সিলিন্ডার গ্যাসোলিন ইঞ্জিন সহ পঞ্চম প্রজন্মের স্ব-চার্জিং স্ট্রং হাইব্রিড ইলেকট্রিক সিস্টেম। যা সর্বোত্তম শ্রেণীর জ্বালানী দক্ষতা প্রদান করে। নতুন এই ইনোভা হাইক্রস গাড়িটি একটি টিএনজিএ ২.০ লিটার ৪-সিলিন্ডার পেট্রল ইঞ্জিনের বিকল্পের সাথে আসে

যা ১২৮ কেডব্লিউ (১৭৪ পিএস) এর আউটপুট প্রদান করে। নির্বাচিত গ্রেডগুলিতে সরাসরি শিফট সিভিটি-এর সাথে যুক্ত।

ইনোভা হাইক্রস হল এমন একটি গাড়ি যা প্রতিটি অনুষ্ঠানে গ্ল্যামার, দৃঢ়তা, আরাম, নিরাপত্তা এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রদান করে। টয়োটার ঐতিহ্যবাহী এসইউভি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি হয়েছে ইনোভা হাইক্রস। যা আগের তুলনায় অনেক বেশি মজবুত ও আরামদায়ক।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের ভাইস চেয়ারম্যান বিক্রম কির্লোস্কর বলেন, এই হাইক্রস লঞ্চের মাধ্যমে প্রযুক্তি ও কোয়ালিটির দিক থেকে একটি উন্নতমানের গাড়ি প্রদান করতে পেরে গর্বিত।

কেবিসি১৪ এর অন্যতম স্পনসর হল ভি

শিলিগুড়ি: ভি-এর গ্রাহকদের সনি এন্টারটেইনমেন্ট টেলিভিশনের কৌনবনেগা ক্রোড়পতি(কেবিসি) সিজন ১৪-এর ভি গোল্ডেন উইক-এর হটসিটে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এক বিশেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম ব্র্যান্ড ভি।

'কন বনেগা ক্রোড়পতি' সিজন ১৪-এর অন্যতম স্পনসর হল ভি। তাই কেবিসি-র গোল্ডেন সপ্তাহের প্রশ্নগুলি শুধুমাত্র ভি অ্যাপে উপলব্ধ হবে এবং শুধুমাত্র ভি-এর গ্রাহকরাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। ভি গ্রাহকদের এই বিশেষ শো টি সোনি টিভি এইচডি এবং সোনি লাইভে ২৮ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর মধ্যে সম্প্রচার করা হবে।

হাই প্রোফাইল ভিডিও মিটিং এর উপযোগী লজিডক

কলকাতা: Logitech / লজিটেক ব্যক্তিগত ওয়ার্কস্পেসকে সরলীকরণ করেছে। স্পিকারফোনসহ হাই প্রোফাইল ভিডিও মিটিং-এর ব্যবস্থা করতে পারে লজিটেক। এই হাই প্রোফাইল ভিডিও মিটিং-এর আয়োজন করতে মাইক্রোসফটের লজিডক টীম, গুগুল ভয়েস টিএম এবং জুমটিএম-এর জন্য একটি প্রফেশনাল ডেস্ক সেটআপ অপ্টিমাইজ করে। ইন্টিগ্রেটেড লজি ডক ও লজি টিউন হল একটি ইনটুইটিভ অ্যাপ যা লজিটেকের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় ডিভাইসের অভিজ্ঞতা নিয়ন্ত্রণ এবং কাস্টমাইজ করতে সাহায্য করে। লজি টিউনের ক্যালেন্ডার ইন্টিগ্রেশনের সাথে একত্রিত হলে লজি ডক ক্যামেরা অফ-অন কল শেষ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা সহ একটি হাই প্রোফাইল মিটিং-এর পরিবেশ তৈরি করে।

বিখ্যাত সিঙ্কোনা প্রকল্পে নিঃশব্দ বিপ্লব বাগানের প্রায় ৪০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে কিউই, ইপিকাক

শিলিগুড়ি: একে একে সব কারখানার দরজায় তালা পড়েছে। বন্ধ হয়েছে উৎপাদন। দার্জিলিং পাহাড়ের বিখ্যাত সিঙ্কোনা প্রকল্পকে কার্যত বাতিলের খাতায় বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই সিঙ্কোনার পরিত্যক্ত বাগানে এখন ফলছে কিউই, কমলা, কফি, এলাচ ছাড়াও চাষ হচ্ছে ইপিকাক, সিট্রোনিলা, চিরতা, টেক্সাস ব্যাকটার মত বহুমূল্যবান ঔষধি। রিসার্চ নার্সারি বানিয়ে পাহাড়ে সিঙ্কোনার জঙ্গলে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটিয়েছে কৃষি বিজ্ঞানীরা। মুনাফা দিতে এবার উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যিকিকরণে জোর দিচ্ছে রাজ্য।

পাহাড়ে সিঙ্কোনা বাগানের সূচনা হয় ১৮৬২ সালে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার প্রায় ২৭ হাজার একর জমি সিঙ্কোনা ডিরেক্টরেটের অন্তর্গত। বর্তমানে মাত্র আট হাজার একর জমি থেকে সিঙ্কোনার ছাল সংগ্রহ করা হয়। গাছগুলির বয়স অনেক বেশি হয়ে যাওয়ার ফলে আর সেভাবে সিঙ্কোনার ছাল উৎপাদন হচ্ছেনা। ফলে পড়ে থাকা জমিতে বিকল্প চাষের পরিকল্পনা নেন ডিরেক্টরেটের বিজ্ঞানীরা। ডিরেক্টরেট সূত্রের খবর, বর্তমানে বাগানের প্রায় ৪০ একর জমিতে চাষ হচ্ছে কিউই। প্রায় ৩০০ একর জমিতে ম্যান্ডারিন কমলার চাষ শুরু হয়েছে। কফি চাষ হচ্ছে প্রায় ৮০ একর জমিতে। ৪৫ একর জমিতে চিরতা, ১০০ একর জমিতে ইপিকাক, ৩৫০ একর জমিতে রবার এবং ৭০ একর জমিতে বড় এলাচের চাষ সফল হয়েছে। ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাই জানিয়েছেন, কমলা, কিউই, ম্যান্ডারিন সব মিলিয়ে প্রায় ২৪ রকমের ফসল তারা সফল ভাবে চাষ করছেন। এর মধ্যে ১৪টিতে ভালো ফলন হচ্ছে। এগুলি বিক্রি করে ভালো মুনাফা অর্জন করছেন কৃষকরা। তবে বাণিজ্যিক ভাবে সেগুলির প্রচার ও বিক্রির ঘাটতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন দার্জিলিঙয়ের জেলাশাসক তথা জিটিএ-র প্রধান সচিব এস পন্নবল্লম। তিনি বলেন, বিকল্প চাষে সাফল্যের যে রাস্তা দেখিয়েছেন তা পাহাড়ের কর্মসংস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বাণিজ্যিক বিপণনের ক্ষেত্রে এই এলাকা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। আমরা বহুজাতিক সংস্থা ও ওষুধ কোম্পানিরগুলির সঙ্গে চুক্তি করে বাজারজাত করার চেষ্টা করছি।

সাতসকালে বিন্নাগুড়ি চা বাগানে বাইসন

নিউজ ডেস্ক: সোমবার সকালে জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে বিন্নাগুড়ি চা বাগানের লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় চলে এলো একটি বাইসন। বাইসনটি রেতির জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে বানারহাট চা বাগান, মোরাঘাট চা বাগান পেরিয়ে পথ ভুলে বিন্নাগুড়ি চা বাগানে ঢুকে পড়ে। বনদপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়ার্ডের আধিকারিক ও কর্মীরা দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সকাল ১০ টা নাগাদ বাইসনটিকে তাড়িয়ে আবারও রেতির জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

তিন জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নিউজ ডেস্ক: ২ ডিসেম্বর সকালে শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে তিন জেলার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বৈঠকে বসেন। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ৫ই জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তার আগে প্রত্যেক জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজের মুখ্য নির্বাচিনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। শুক্রবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এস পুন্নমবলম, কালিম্পংয়ের জেলাশাসক আর বিমলা এবং উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা সহ প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক সারেন।

পৌরসভা ও পূর্তদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে চলল জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান

নিউজ ডেস্ক: ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পর এবার ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ইসলামপুর পৌরসভা ও পূর্তদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযানে নামা হয়।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে সরকারি জায়গা জবরদখল করে দোকান তৈরি করে ফেলেছিল কিছু জবরদখলকারীরা। বৃহস্পতিবার সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় ইসলামপুর পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার আরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পূর্তদপ্তর ও ইসলামপুর পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযানে নামা হয়। আগামী ৭ দিনের মধ্যে জবরদখল করে রাখা জায়গা গুলি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় জবরদখলকারীদের। এছাড়াও সরকারি জমি দখল করে রাখা বন্ধ দোকান জেসিপি দিয়ে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়।

নিশীথ প্রামাণিকের গ্রেফতারের দাবিতে কোচবিহারে সোচ্চার তৃণমূল

নিউজ ডেস্ক: সাত সকালে গ্রামে গ্রামে ঢোল বাজিয়ে নিশীথ প্রামানিকের গ্রেফতারি পরোয়ানার কথা গ্রামবাসীদের জানান দিলেন কোচবিহারের তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। মঙ্গলবার কাকভোরে, পদযাত্রা সারতে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুচিপাড়া কদমতলা বাজারে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

মূলত, ২০০৯ সালে আলিপুরে দুটি সোনার দোকানের চুরির মামলায় হাজিরা এড়ানোর দায়ে আলিপুরদুয়ার আদালত গ্রেফতারি পরোয়না জারি করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে। নিশীথের গ্রেফতারিকে হাতিয়ার করে,কোচবিহারে বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। এবার কাক ভোরে গ্রামে গ্রামে ঢ্যাড়া পিটিয়ে, নিশীথ প্রামাণিকের গ্রেফতারি পরনার কথা মানুষের কাছে পৌঁছান জেলা সভাপতি।

অনুষ্ঠিত হল ছায়ানীড় নাট্যোৎসব ২০২২

বিশেষ সংবাদদাতা: হেমন্তের আলতো শীতের ছোঁয়ায় ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্তকের আর্থিক সহযোগিতায় কোচবিহার সাহিত্যসভা প্রেক্ষাগৃহে গত ২৬ এবং ২৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার ছায়ানীড় নাটক ও মূকাভিনয় উৎসব ২০২২। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই উৎসবের সূচনা করেন কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী রবিরঞ্জন। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা সমাজকল্যাণ অধিকারিক গৌতম দাস, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য স্নেহাশিস চৌধুরী, কোচবিহার সম্মিলিত নাট্যকর্মী মঞ্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ পাল প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন কোচবিহার ছায়ানীড়ের সম্পাদক স্বাগত পাল। এর আগে কোচবিহার ছায়ানীড়ের অভিভাবক তথা শিক্ষক প্রয়াত ত্রিদিবেশ রায় এবং কোচবিহারের বিশিষ্ট নাট্য আন্দোলনের কর্মী প্রয়াত শক্তিপদ রায়ের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অল্প সময়ের বক্তৃতায় উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেন অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী রবিরঞ্জন। ছায়ানীড়ের কর্মকান্ডের প্রশংসা করলেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক গৌতম দাস। নাট্যচর্চায় অবদানের জন্য এদিন ছায়ানীড়ের তরফে সন্মাননা জানান হয় প্রখ্যাত নাট্যকার দীপায়ণ ভট্টাচার্যকে। বর্তমান সময়ে কোচবিহারে নাট্যচর্চায় অসাধারণ কাজের জন্য এই প্রজন্মের নাটকের অন্যতম মুখ দেবলীনা বিশ্বাসকেও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন আরেক নাট্যব্যক্তিত্ব নির্মল দে। প্রথম দিনে মোট চারটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল কোচবিহার বর্ণনার দুটি নাটক ভারতবর্ষ ও আকালপুর। ভেটাগুড়ির কালকূট পরিবেশন করে নাটক ‘কুহেলী’। পুন্ডিবাড়ির আরশি সংস্থা পরিবেশন করে জমজমাট হাসির নাটক ‘বিনি পয়সার ভোজ’। উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর মাইম

একাডেমি অফ কালচার পরিবেশন করে ‘ জীবনে না ফেরা শীর্ষক’ অসাধারন এক মূকাভিনয়ের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয়দিনে আয়োজক কোচবিহার ছায়ানীড়ের তরফে মঞ্চস্থ হয় দুটি নাটক ‘আমার স্বাধীনতা’ ও ‘বাঁচতে চাই’। একই সাথে ছায়ানীড়ের শিল্পীদের মূকাভিনয় এবং নাচের অনুষ্ঠানটিও দর্শকদের প্রশংসা আদায় করে নেয়। প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক দীপায়ণ ভট্টাচার্য পরিচালনায় ইন্দ্রায়ুধের নাটক ‘রাজমুকুট’-কে ঘিরে দর্শকদের উন্মাদনা ছিল দেখার মত। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে কোচবিহার আইপিএ সংস্থার নাটক ‘সর্ম্পক’ ছিল অসাধারন। ভাল লাগে বাণেশ্বরের আলোকধারার ‘মুখোশের আড়ালে’ এবং কোচবিহার সংশপ্তকের ‘সুশোভন প্রকৃতি’ নাটক দুটিও।

জলপাইগুড়ির একাধিক স্থান থেকে উদ্ধার হল গোখরো

নিউজ ডেস্ক: দু’জায়গায় দুটো গোখরো বিশাল আকার সাপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চরেরবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হল একটি গোখরো সাপ। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য অমল রায় সাপটিকে উদ্ধার করেন। সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে লোকালয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বারোঘরিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বট তলা সংলগ্ন এলাকার এক জলের কারখানা থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৫ ফুট লম্বা বিষধর গোখরো সাপ। শ্রমিকেরা যখন রাতে কারখানাতে কাজ করছিলেন ঠিক সেই সময় সাপটি ঢুকে পরে। এতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে শ্রমিকদের মধ্যে। পরে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ডুয়ার্স নেচার এন্ড স্নেক লাভার্স অর্গানাইজেশনের সদস্যদের খবর দিলে তারা গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করেন এবং রাতেই জঙ্গলে সাপটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই প্রথম হতে চলেছে হেরিটেজ ম্যারাথন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: আগামী ১০ ডিসেম্বর ইতিহাসের সাক্ষী হতে চলেছে কোচবিহার। কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগ এই প্রথম হতে চলেছে হেরিটেজ ম্যারাথন। কোচবিহারের রাজ আমলের প্রায় ১৫০ টি ঐতিহাসিক স্থান গুলিকে সকলের কাছে তুলে ধরতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় জেলা পুলিশ সুপার অফিসের কনফারেন্স রুমে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই হেরিটেজ ম্যারাথনের প্রোমো ভিডিও সহ বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করা হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অ্যাথলেটিক এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অর্জুন পদক প্রাপ্ত স্বপ্না বর্মন। তিনি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয় সাধারণ মানুষের জন্য দুটি বিভাগে হেরিটেজ ম্যারাথন হবে। একটি ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং অন্যটি ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ, পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের জন্যও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ১০ কিলোমিটার হেরিটেজ ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে ২১ কিলোমিটার হেরিটেজ ম্যারাথনে ৪২ টি হেরিটেজ স্থান এবং ১০ কিলোমিটার হেরিটেজ ম্যারাথনে ২২ টি হেরিটেজ স্থান পরিক্রমা

করবে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা। এদিন অনুষ্ঠান শেষে সংবাদ মাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানিয়েছেন আমরা কোচবিহারের ঐতিহাসিক বানেশ্বর শিব মন্দিরের মোহনকে সামনে রেখেই এই ম্যারাথনের আয়োজন করেছি, পাশাপাশি কোচবিহারের মহারাজা ও মহারানীদের মহান ভূমিতে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে রাজ্য তথা দেশের সামনে তুলে ধরতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। আমরা তিনটি বিভাগে হেরিটেজ ম্যারাথনে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের আর্থিক পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করব। এর পাশাপাশি এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী অর্জুন পদক প্রাপ্ত অ্যাথলেটিক স্বপ্না বর্মন বলেন কোচবিহার জেলা পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই পাশাপাশি আমাদের কোচবিহারের রাজা আমলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান দেশ এবং পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক আমরা এটাই চাই। এছাড়াও তিনি বলেন আজ এই অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাকে আমন্ত্রণ জানায় তিনি খুবই খুশি এবং আপ্লুত।

চ্যাম্পিয়ন যুব সংঘ

পার্থ নিয়োগী: পাতলাখাওয়া সোনার বাংলা যুব সংঘ আয়োজিত ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আয়োজক ক্লাবই। ১৪ নভেম্বর ফাইনালে যুব সংঘ ৫-১ গোলে ধুবড়ি এফ সি কে পরাজিত করে। যুব সংঘের রণজিৎ মারান্ডি একাই হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করেন অন্যগোলটি করেন রুবিন বারসা। ধুবড়ির হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ছোটু ওঁরাও। প্রতিযোগিতার সেরা প্লেয়ারও নির্বাচিত হন ধুবড়ির ছোটু ওঁরাও। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন পাতলাখাওয়া যুব সংঘের রণজিৎ মারান্ডি। এদিন ফাইনালের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন দেশবন্ধু

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বছরের মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব। গত ১৫ নভেম্বর ফাইনালে হলদিবাড়ি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গারোপাড়া স্পোর্টস আকাদেমিকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন দেশবন্ধুর প্রত্যুষা রায়। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন গারোপাড়ার মিনা খাতুন। জনি কোচিং সেন্টারের বিশাখা বর্মন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন।এদিন পুরস্কার তুলে দেন মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক রামকুমার তামাং, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ও মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুরপতি কেশবচন্দ্র দাস প্রমুখ। মোট ৮ টি দল এই লিগে অংশ নেয়। লিগের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠ এবং হলদিবাড়ি ইউনিক ক্লাব ময়দানে।

চ্যাম্পিয়ন শাওনা খারিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক: বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপির এসটি মোর্চার তরফে রসিকবিল বনবস্তির মাঠে এক তিরন্দাজি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন শাওনা খারিয়া,১৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয় বিনুল মিনজ এবং ১৩ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় হয় প্রবীন রাভা। মোট ৩০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রের সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ জন বারলা।

শুরু হোল ভলিবল কোচিংক্যাম্প

পার্থ নিয়োগী: গত ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হল কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্দ্ধ ১৬ ছেলে ও মেয়েদের ভলিবল কোচিংক্যাম্প। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি সুকুমার নাগ এই ভলিবল কোচিংক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। সপ্তাহে মোট তিনদিন করে বৃহস্পতিবার, শনিবার ও রবিবার করে ক্যাম্প চলবে। ক্যাম্পে মোট ছয়জন কোচ আছেন যাদের মধ্যে দুজন মহিলা। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত জানান এই ভলিবল ক্যাম্পে ১৫ জন মেয়ে এবং ৪০ জন ছেলেকে দিয়ে শুরু হয়েছে।

রোলার পেল কোচবিহার ডিএসএ

পার্থ নিয়োগী: একটা সময় কোচবিহারের মহারাজা জগদ্বীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর সুদুর অষ্ট্রেলিয়া থেকে মাটি এনে কোচবিহারে ক্রিকেট খেলার পিচ বানিয়েছিলেন। এরপর তোর্সা দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। এখন অসমের ধুবড়ি থেকে মাটি এনে কোচবিহার স্টেডিয়ামে পিচ বানান হয়। তবে বর্তমানে পিচ তৈরীর জন্য এখন ব্যবহার হচ্ছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। অনেকদিন ধরেই কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে পিচ বানাবার অত্যাধুনিক রোলার চেয়ে সিএবির কাছে আবেদন করা হয়েছিল। আর এর প্রেক্ষিতে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) এর পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে একটি পিচ বানাবার রোলার ও ঘাস কাটার মেশিন দেওয়া হয়। গত ১৮ নভেম্বর কোচবিহার স্টেডিয়ামে সেই রোলার চালিয়ে উদ্বোধন করেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। তিনি বলেন 'এই নতুন মেশিন পাবার ফলে এখন মাঠ রক্ষণাবেক্ষণে অনেক সুবিধা হবে'। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত বলেন 'এই দুটি মেশিন পাওয়ায় খেলা আয়োজনে অনেক সুবিধা হবে'।

মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন দেশবন্ধু

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বছরের মহিলা ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব। গত ১৫ নভেম্বর ফাইনালে হলদিবাড়ি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ক্লাব টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গারোপাড়া স্পোর্টস আকাদেমিকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন দেশবন্ধুর প্রত্যুষা রায়। টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন গারোপাড়ার মিনা খাতুন। জনি কোচিং সেন্টারের বিশাখা বর্মন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন।এদিন পুরস্কার তুলে দেন মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক রামকুমার তামাং, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ও মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুরপতি কেশবচন্দ্র দাস প্রমুখ। মোট ৮ টি দল এই লিগে অংশ নেয়। লিগের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয় মেখলিগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠ এবং হলদিবাড়ি ইউনিক ক্লাব ময়দানে।

হকি আন্তঃ জেলা সিলেকশন আয়োজিত কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: কোচবিহার হকি কোচবিহার আন্তঃ জেলা সিলেকশন আয়োজিত হলো কোচবিহারে। এতোদিন যে সিলেকশন কলকাতায় হতো এই প্রথমবার হকির আন্তঃ জেলা এবং রাজ্য স্তরের সিলেকশন আয়োজিত হলো কোচবিহারে। কোচবিহার ডাংডিং গুড়ি কুচুয়া হাই স্কুলের মাঠে এই সিলেকশন পর্ব আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় হকি প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ তথা যুগ্ম সম্পাদক হকি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সুরভী মিত্র। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকেই এই সিলেকশন পর্বের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত প্রোগ্রামের আয়োজন করেন হকি কোচবিহার, প্রেসিডেন্ট উজ্জ্বল সরকার। তিনি জানান, সিলেকশন পর্ব যা এতোদিন কলকাতায় গিয়ে খেলোয়াড়দের মুখোমুখি হতে হতো তা এই প্রথমবার কোচবিহারে আয়োজিত হয়েছে। তিনি হকি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য গ্রামবাংলায় হকির প্রতি আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি সুরভী মৈত্র বলেন, জুনিয়র, সাব জুনিয়র, সিনিয়র এই তিন ক্যাটাগরিতে ১৮ জন করে খেলোয়াড়কে সিলেকশন করা হচ্ছে। পুরুষ মহিলা দুই বিভাগেই। পরবর্তীতে এই দল জেলার হয়ে অন্যান্য জেলা দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। শুধু তাই নয় এই খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকেই পরবর্তীতে বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করবেন এমন খেলোয়াড় উঠে আসবে। ইতি মধ্যেই কোচবিহার থেকে বেশ কয়েকজন বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন। সুতরাং এই খেলোয়াড়দের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ছোট ছোট দল করে খেলানোর মাধ্যমে এবং প্রশিক্ষণ দেখার মাধ্যমে এই সিলেকশন করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96